মেহেরপুরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বীর মুক্তিযোদ্ধার দাফন

রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে মেহেরপুর সদর উপজেলার বর্শিবাড়ীয়া গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা ফয়েজ উদ্দীনকে। আজ মঙ্গলবার (৬ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০ টার সময় বর্শিবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি দল গার্ড অব অনার প্রদান করেন। রাষ্ট্রের পক্ষে থেকে সদর উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) মাজহারুল ইসলাম অভিবাদন গ্রহণ করেন। মুক্তিযোদ্ধা ফয়েজ উদ্দীনের মরদেহ জাতীয় পতাকা দিয়ে আচ্ছ্বাদিত করেন। এসময় বিহ্গলের সুর বেজে ওঠে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বারাদী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম মোমিন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ফয়েজ উদ্দীনকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহাতাব আলী, মিনহাজ উদ্দিন, আফজাল হোসেন, জালাল উদ্দিন, গুরুদাস হালদার, আজিজুল হক, মাসুদ আহমেদ, শুকুর আলী, আহাদ আলী, গাংনী উপজেলার খড়মপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম।
পরে গার্ড অব অনার ও নামাজে জানাযা শেষে স্থানীয় গোরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়।

উল্লেখ্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফয়েজ উদ্দীন গতকাল সোমবার (৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে বার্ধক্যজনিত কারনে অসুস্থ হয়ে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

মুক্তিযোদ্ধা ময়েজ উদ্দিন কয়েকটি জটিল রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তার ৫ সন্তান, স্ত্রী বন্ধু বান্ধব ও গুনগ্রাহি রয়েছে। মেহেরপুর সদর উপজেলার বর্শিবাড়ীয়া গ্রামের মৃত বদর উদ্দীনের ছেলে।

দর্শনার বীর মুক্তিযোদ্ধা

গোলাম মোস্তফার রাষ্টিয়

মর্যাদায় দাফন

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনার মদনা গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা বিশ্বাস (৭৫)ইন্তকাল করেছেন রাষ্টিয় মর্যাদায় তাকে দাফন সম্পর্ন করা হয়েছে। সে মদনা গ্রামের মাঝের পাড়ার মৃত আজিম হোসেন বিশ্বাস এর ছেলে।

সোমবার বেলা ১১ টায় দামুড়হুদা উপজেলার মদনা গ্রামের বাজারের জামে মসজিদের সমানে নামাজের জানাজা শেষে মদনা গ্রামের পািরিবারিক কবরস্হানে দাফন সম্পর্ন করা হয়।দাফনের এর আগে বেলা সাড়ে ১০ টায় তার প্রতি প্রথমে রাষ্টিয় মর্যাদায় সালাম গার্ড অব অনার প্রদর্শন করে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনের একটি চৌকসটিম।

এর পর দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগম বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা বিশ্বাসের শোক সমাপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।এ সময় আরও উপস্হিত ছিলেন দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবির,ও গ্রামের গণ্যমান্য ব্যাক্তবর্গ।

ঝিনাইদহে বিএনপি নেতা মশিউর

রহমানের রাষ্ট্রিয় মর্যাদায়

দাফন

বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও ঝিনাইদহ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মশিউর রহমানের মৃতদেহ রাষ্ট্রিয় মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে।

বুধবার ঝিনাইদহ সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ ও হরিণাকুন্ডু

উপজেলার মনিরুদ্দীন বিশ্বাস মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে দু’দফা জানাজা শেষে বিকালে কন্যাদহ গ্রামের পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

বুধবার বেলা ১১টার দিকে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসন ও পুলিশের পক্ষে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। এ সময় বিউগলে বেঁজে ওঠে করুন সুর। ঝিনাইদহ শহরে অনুষ্ঠিত জানাজার নামাজে ইমামতি করেন কোটচাঁদপুর আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ বাহারুল ইসলাম। বুধবার সকাল থেকে জানাজায় শরীক হতে ঝিনাইদহের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিএনপি নেতাকর্মী ছাড়াও হাজার হাজার সাধারণ মানুষ ঝিনাইদহ সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আসতে থাকেন। শুধু ঝিনাইদহ নয়, আশপাশ জেলা থেকেও বিএনপির জৈষ্ঠ এই নেতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে মানুষ জানাজা স্থলে ছুটে আসেন।

ফলে বেলা ১১টার মধ্যে সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের বিশাল মাঠ কানায় কানায় পুর্ন হয়ে যায়। জানাজায় অংশ নেয়া অনেকের এ সময় বলতে শোনা যায় মশিউর রহমান যে সত্যিকারের একজন জননেতা ছিলেন, তা মৃত্যুর পরও প্রমান করে দিলেন। জানাজা শুরুর আগে মশিউর রহমানের বর্নাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন তার বাল্যবন্ধু ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি, সাবেক প্রতিমন্ত্রী প্রবিণ রাজনীতিবিদ আব্দুল হাই এমপি।

এছাড়া বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের পক্ষে দলের কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহজাহান, কেন্দ্রীয় নেতা নিতাই রায় চৌধুরী, খায়রুল কবীর খোকন, আজিজুল বারী হেলাল, অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, এ্যাড আসাদুজ্জামান আসাদ, জয়ন্ত কুমার কুন্ডু, আমিরুজ্জামান খান শিমুল, সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, রফিকুল ইসলাম বকুল, কুষ্টিয়ার সাবেক এমপি সৈয়দ মেহেদী হাসান রুমি, অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দীন, যশোরের সাবেরুল হক সাবু, মাগুরার মনিরুল ইসলাম, খুলনার সফিকুল ইসলাম মনা, আকতার হোসেন, শফিকুল ইসলাম তুহিন, আলী আহম্মেদ, তোজাম্মেল হোসেন, সাবেক এমপি আব্দুল ওহাব, মশিউর রহমানের বেয়াই খুলানার সাবেক মেয়র আব্দুল গাফ্ফার বিশ্বাস, ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদ, ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল, হরিণাকুন্ডু উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসেনসহ আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জানাজা অনুষ্ঠানে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল হাই এমপি তার বক্তব্যে বলেন, বন্ধু মশিউরের সঙ্গে আমার রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও কোন বিরোধ ছিল না। সে আমার একজন খাটি বন্ধু ছিল। তার ধ্যানজ্ঞান ছিল ঝিনাইদহের উন্নয়ন। রনাঙ্গনে তার সঙ্গে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি। তার মৃত্যুতে ঝিনাইদহ তথা দেশবাসি একটি সত্যিকারের দেশ প্রেমকিকে হারালো।

উল্লেখ্য ঝিনাইদহ উন্নয়নের কারগির খ্যাত বিএনপির এই বর্ষিয়ান নেতা মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে ঝিনাইদহ শহরের গীতাঞ্জলী সড়কে উন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুতে শোকে স্তব্ধ হয়ে যায় ঝিনাইদহ ও হরিণাকুন্ডুবাসী। এই দুই উপজেলাসহ ঝিনাইদহ গণমানুষের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে।

রুবেলকে বাবা মায়ের কবরের পাশে দাফন

ঢাকার উত্তরায় গার্ডার চাপায় নিহত রুবেলের জানাজা শেষে মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর ঘোড়ামারা গ্রামের কেন্দ্রীয় গোরস্থানে তার পিতা মাতার কবরের পাশেই দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

বুধবার (১৭ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৮ টায় মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর ঘোড়ামারা গ্রামে তার জানাজা শেষে গ্রাম্য কেন্দ্রীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়। গত রাত দেড় টার দিকে নিহতদের মরদেহ নিজ গ্রামে এসে পৌঁছে।

নিহতের গ্রামের বাড়িতে স্বজনসহ এলাকার শত শত মানুষ তাকে এক নজর দেখার জন্য ভিড় করছিলেন। মরদেহ পৌঁছাতেই পরিবারের সদস্যদের আহাজারি শুরু হয়।

রাজনগর জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান তার নামাজে জানাজাতে ইমামতি করেন। এসময় এলাকার জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সাধারণ মানুষ জানাজাতে অংশ নেন।

সোমবার বউভাত শেষে বর-কনসহ কয়েকজন আত্মীয় নিয়ে রুবেল মিয়া উত্তরা থেকে আশুলিয়া ফিরছিলেন। পথে গার্ডার দুর্ঘটনায় বর-কনে ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেও গাড়িতে থাকা বাকি পাঁচজনই নিহত হন। তার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দামুড়হুদায় বীর মুক্তিযোদ্ধা আনছার উদ্দিনের রাষ্টীয় মর্যাদায় দাফন

দামুড়হুদায় বীর মুক্তিযোদ্ধা আনছার উদ্দিনের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকাল ৪ টার দিকে নিজ বাড়িতে মারা যায় (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আনছার উদ্দিন দীর্ঘ দিন কিডনি ও লিভার রোগে ভুগছিলেন। মৃতুকালে তার বয়স হয়েছিল (৭৪) বছর। আনছার উদ্দিনের বড় ছেলে বলেন রাত ৯ টার সময় জানাযা শেষে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সামাজিক কবরস্থানে দাফন করা হবে।

নিহতের কফিনে সালাম প্রদর্শন করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগম। এসময় দর্শনা থানার এস আই শামিমের নেতৃত্বে জেলা পুলিশ বাহিনীর সদস্যবৃন্দ গার্ড ওফ অনার দেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার রুস্তম আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা তমছের, বদরুল আলম ফিটটু, রহমান, আলতাফ, আলাউদ্দিন, সিরাজুল, মশিউর রহমান, নুরে আলম।

সাংবাদিক ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তার মৃত্যুতে শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও রুহের মাগফেরাত কামনা করে শোক প্রকাশ করেছেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সাংসদ হাজী মোঃ আলী আজগার টগর ও দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগম।